بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৭/০৮ | শনিবার, ৮ রজব, ১৪৩৯ হিজরী | ২৪/০৩/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা দক্ষিণ মেয়রের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেছে

বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বের অবহেলার কারণে গত বছরের ভয়াবহ চিকুনগুনিয়ার মহামারিতে আক্রান্ত আতঙ্কগ্রস্থ নগরবাসীকে এইবার জেল-জরিমানার মত নতুন আতঙ্কের মধ্যে ফেলা হলো। গত ১৯শে মার্চ, ২০১৮, নগর-ভবনে আয়োজিত এক মত-বিনিময় সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন নগরবাসীকে এই বলে হুমকি প্রদান করে যে, আগামী ৮ই এপ্রিল হতে বাসাবাড়িতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে, তখন যেসব বাড়িতে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র, কিংবা লার্ভা পাওয়া যাবে, আইনানুযায়ী সেইসব বাড়ি মালিককে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

এই ধরনের বক্তব্য জনগণের প্রতি এসব ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর নির্মম ও সহানুভূতিহীন মানসিকতারই প্রতিফলন মাত্র। এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা জনগণের প্রতি কতটা অবজ্ঞা ও ঘৃণা পোষণ করে, এবং নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনকে স্বস্তিদায়ক করার শপথ নিয়েও কিভাবে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহকে ঝেড়ে ফেলে! এটাতো সর্বজনবিদিত যে, এডিস মশার প্রধান প্রজননস্থল হলো বদ্ধ ড্রেন ও পয়ঃনিষ্কাশনের নর্দমাসমূহ, যেগুলোকে কালেভদ্রে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অজস্র অভিযোগ জমা হচ্ছে, অথচ এতকিছুর পরেও মশা নিয়ন্ত্রনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কখনোই পর্যাপ্ত ও মানসম্মত কীটনাশক ব্যবহারে আন্তরিক নয়। তাছাড়া, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার মদদপুষ্ট ভুমিদস্যুদের কর্তৃক বৃষ্টির পানি নিয়ন্ত্রনকারী প্রাকৃতিক জলাধারগুলোকে দখল ও ভরাট করে ফেলা, এবং সেসব স্থানে সরকার কর্তৃক মেগা প্রজেক্ট ও রিয়েল স্টেট ব্যবসার অনুমোদনের ফলে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা বৃষ্টির পানিগুলো পরিণত হয়েছে এক একটি এডিস মশার খামারে। সুতরাং, এসব ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী শাসকেরা কখনোই এসব প্রাকৃতিক জলাধারসমূহ উদ্ধারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, বরং, তারা জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবলমাত্র জনগণের প্রদত্ত করের টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকবে।

এই প্রতারক সরকার তথাকথিত উন্নয়নের শ্লোগাণ দেয় অথচ সামান্য মশার প্রকোপ হতে রাজধানীকে মুক্তি দিবে ব্যর্থ হয়, আর এই ব্যর্থতার দায়ভার চাপায় জনগণের উপর। দেউলিয়াগ্রস্থ এসব শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের ব্যর্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করে জরিমানা ও বিচারের সম্মুখীন করার এটাই প্রকৃত সময়, কারণ তারা জনগণের জন্য কেবলমাত্র দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রনাই বয়ে আনতে পারে। ইসলাম উম্মাহ্'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের উপর এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে যে, উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধানের দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও সুচারুভাবে পালন করতে হবে, অন্যথায় মৃত্যুর পরে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। ইতিহাসে এ ধরনের অনেক উদাহরণ বিদ্যমান, যেগুলোতে দেখা যায় যে, ন্যায়নিষ্ঠ খলিফাগণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে ভয় করে উম্মাহ্'র প্রতি তাদের দায়িত্বকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত পালন করেছেন। দাউদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) বলেছেন: **"আমার অধীনে যদি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে একটি হারিয়ে যাওয়া মেষও মারা যায় তবে আমি কেয়ামতের দিনে মহিমান্বিত আল্লাহ্'র প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করি"**। [হিলইয়াত আল-আউলিইয়া: ১৩৭]

মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফত শাসনব্যবস্থার জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করছে, যে খিলাফতকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন একমাত্র শাসনব্যবস্থা হিসেবে, এবং খুব শীঘ্রই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগ্রহে এটি দুনিয়ার বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। খিলাফত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার নিপীড়নের অবসান ঘটাবে এবং উম্মাহ্'র জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও সম্মান নিশ্চিত করবে। অতএব, প্রত্যেক সচেতন মানুষের এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ